দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 MAR 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

## প্রাথমিক বৃত্তি প্রদানে লটারী প্রসঙ্গে

গত ৪-৩-৯৩ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে "চিঠিপত্র কলামে" "প্রাথমিক বৃত্তি প্রদানে লটারী" শীর্ষক চিঠির লেখিকার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। কারণ প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়। অথচ সামান্য কয়টা টাকার জন্য সমান নম্বর বা একই নম্বর প্রাপ্ত কচিকাঁচা শিশুদের বৃত্তি প্রদানে লটারী করা হয়। ইহা বড়ই দুঃখজনক।

এই বৃত্তির ক্ষেত্রে আরও কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যাহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সমাধান পাওয়া যায় নাই। যেমন:

(১) প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন ছাত্র/ছাত্রীর মাসিক বৃত্তির পরিমাণ যথাক্রমে ৭৫/- ও ১২৫/-। এই অঙ্ক যখন নির্ধারণ করা হয়, তখন ঐ টাকায় একজন ছাত্র/ছাত্রীর সত্যি সত্যিই একমাস চলিত। কিন্তু এখন? এখন একজন ছাত্র/ছাত্রীর পিছনে মাসিক কত টাকা খরচ হয় তাহা বোধ করি কাহারও অজানা নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও জানেন। কারণ তাঁহারা তো শুধু কর্তৃপক্ষ নন, তাঁহারা কোন না কোন ছাত্র/ছাত্রীর পিতা/মাতাও বটে।

(২) একটি গান গাহিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া বা ১০০ মিটার একটি দৌড় দিয়া একজন ছাত্র/ছাত্রী একটি সনদপত্র পাইতে পারে। অথচ এতবড় একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাইয়াও ছাত্র/ছাত্রীরা কোন সনদপত্র পায় না। এই বাল্য কৃতিত্বের কোন দলিল তাহাদের নিকট থাকে না। ইহা যে কত বড় বেদনাদায়ক, সচেতন ব্যক্তিমাত্রই তাহা অনুধাবন করিবেন।

এই বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—সুনীল কুমার গোস্বামী, ভাঙ্গা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।